# সিডি-রম ঃ প্রদীপ জ্বালবে কে ?

মোকাম্মেল সরকার

**খণ্ডচিত্র-এক : আলমের চাওয়া-পাওয়া**

বন্ধুমহলে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হিসেবে পরিচিত আলম বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা দেয়ার অনেক আগেই কমপিউটারের প্রচলিত প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করে রেখেছে। তার বিশ্বাস ছিল একাডেমিক শিক্ষার বাইরে আধুনিক প্রযুক্তির উপর যে দক্ষতা সে অর্জন করেছে স্বপ্রণোদিত হয়ে তা কাজে লাগাতে পারবে। এখন পরীক্ষা শেষ। তার লালিত বিশ্বাস আজ ধূসর বিবর্ণপ্রায়। চাওয়া-পাওয়ার ব্যবধান ক্রমেই বেড়ে চলেছে। অর্জিত দক্ষতা মেধার এই অবমূল্যায়ন আলমকে প্রচণ্ড কষ্ট দেয় প্রতিনিয়ত। যদি প্রশ্ন করা হয় বাংলাদেশে এরকম আলমের সংখ্যা কতো? আইটিসি-র খালেদ সালাহউদ্দিন আহমেদ এর মতে, অসংখ্য। যারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সারা বাংলাদেশে। সুযোগ পেলে যাদের মেধা আর দক্ষতার সমন্বয় সূচনা করবে এক নতুন ইতিহাসের। কিন্তু সুযোগ কোথায় ?

**খণ্ডচিত্র-দুই : তার অক্ষমতা**

ক্যাটালগ ঘেঁটে অনেক কষ্টে এই সেলফ অই সেলফ হাতড়িয়ে অবশেষে বইটি পেয়েছে সে। উৎফুল্ল অন্তরে কাগজ-কলম নিয়ে চেয়ারে বসে ছেলেটি। কিন্তু পাতা। উল্টোতেই চোখ ছানাবড়া। তার দরকারী পৃষ্ঠাগুলো বইয়ে নেই। কে যেন কেটে নিয়ে গেছে, ভীষণ মুষড়ে পড়ে সে। সামনে পরীক্ষা। দুষ্প্রাপ্য বইটি অন্য কোনভাবে সংগ্রহ করা অসম্ভব। কি করবে সে?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থ বিদ্যা ও ইলেকট্রনিক্স বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ রেজাউল করিম এই সংকট মোকাবেলা করতে যা করণীয় মনে করেন তা হলো, আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির আশ্চর্য ভাণ্ডার যা আমাদের হাতের মুঠোয় তাকে কাজে লাগানো। এক্ষেত্রে সিডি-রম প্রকাশনা ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে অভূতপূর্ব ফলাফল পাওয়া যাবে বলে তিনি মনে করেন। দেশের সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি তাদের প্রকাশনা তথা গ্রন্থাগারগুলো সিডি-রম এর আওতায় নিয়ে আসে তাহলে অর্থের সাশ্রয় ছাড়াও দুষ্প্রাপ্য অথচ প্রয়োজনীয় বইপত্র বা প্রকাশনাগুলো সহজলভ্য হয়ে উঠবে শিক্ষার্থীদের কাছে।

**খণ্ডচিত্র-তিন : রফিকের বেঁচে থাকা**

সিরাজগঞ্জের ছেলে রফিক। ঢাকায় এসেছে আজ বছর দেড়েক। টাইপটা সিরাজগঞ্জে থাকতেই শিখে নিয়েছিল। এইচ. এস. সি পাশ রফিক একটি কলেজে নাইট শিফটে পড়ালেখার পাশাপাশি নীলক্ষেত-এ টাইপ মেশিন নিয়ে বসে সকাল থেকে বিকেল অব্দি। টাইপ মেশিন তার নিজের না। সারাদিনে যা আয় হয় মেশিন মালিক ও নিজের খরচ বাদেও কিছু জমাতে হয়। মাস শেষে বাড়ীতে পাঠানোর জন্যে। কিন্তু এভাবে আর চলে না। প্রযুক্তিমনস্ক উদ্যমী এই তরুন এমন কোন কাজ চায় যা তার অর্থনৈতিক নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করে। কে তাকে কাজ দেবে?

জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রনিক্স বিভাগের শিক্ষক এবং প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার এণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের খণ্ডকালীন শিক্ষক জাহেদুর রহমান মনে করেন— রফিকের মতো শত সহস্র যুবকের সামনে সম্ভাবনার স্বর্ণদুয়ার উন্মোচন করা যায় যদি আমরা উদ্যোগী হই।

**উদ্যোগটা কি ?**

উদ্যোগটা হলো বিশ্বজোড়া তথ্য বিপ্লবের যে জোয়ার বইছে তার সাথে সম্পৃক্ত হওয়া। গার্মেন্টস শিল্পে বাংলাদেশ যে সাফল্য দেখিয়েছে সিডি-রম নিয়ে কাজ করে ঠিক সে রকম বিস্ময়কর উদাহরণ সৃষ্টি করার সুযোগ বাংলাদেশের রয়েছে। আইবিএম এর শাহজামান মজুমদার (বীরপ্রতীক) দেশ গার্মেন্টসের কথা উল্লেখ করে বলেন; প্রথম উদ্যোগটি তারা নিয়েছিল বলেই আজ দেশে পনের শত গার্মেন্টস শিল্প ব্যাপক কর্মসংস্থানের পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রধান উৎস্য হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। কমপিউটার প্রযুক্তির কল্যাণে বিশ্বে সিডি-রম কেন্দ্রিক প্রকাশনা শিল্পে যে বিপ্লব সূচিত হতে যাচ্ছে সময়োপযোগী ও সঠিক পদক্ষেপ দেশের হাজার হাজার আলম কিংবা রফিকের সামনে আশার আলোকবর্তিকা হয়ে উদ্ভাসিত হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে প্রাথমিক কিছু বাধার সম্মুখীন হতে হবে বলে তিনি মনে করেন।

**বাঁধাটা কোথায় ?**

এনসিএল-এর এস.ডি. শহীদ প্রধান যে বাঁধাটির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন তা হলো বিশ্বাস যোগ্যতার প্রশ্ন। তার মতে বাংলাদেশের জন্যে এই বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করা খুবই কঠিন। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাজারে আসন দখল করতে বাংলাদেশের নাম বললে যে প্রতিক্রিয়া দেখা যায় তা মোটেই সুখকর নয়। এজন্যে তিনি প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে দায়ী করেন। ভারত শ্রীলংকাসহ অন্যান্য দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উল্লেখ করে তিনি সংশয় প্রকাশ করেন এভাবে— ৯০% শিক্ষিত ইংরেজী জানা লোক নিয়ে শ্রীলংকা যেখানে প্রতিযোগী সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বাংলাদেশের বিপনন অস্তিত্ব শুধু করুণারই জন্ম দেবে।

আরো কিছু অসুবিধার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে বাংলাদেশকে। এস. ডি শহীদ যেটাকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষায় মনোযোগী না হওয়ার বিষময় ফল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ডঃ রেজাউল করিম এর চোখে যেটা ধরা পড়েছে আবেগ নির্ভর মানসিকতা লালন-পালনের অবশ্যাম্ভী প্রতিক্রিয়া রূপে। জাহেদুর রহমানযাকে অভিহিত করেছেন সরকারের অমনোযোগিতা ও রাজনৈতিক দল বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোর অদূরদর্শিতার প্রত্যক্ষ পরিনাম হিসেবে।

শাহজামান মজুমদার এসব বাধা কাটিয়ে উঠতে দু'টি পদক্ষেপের কথা বলেন। একটি হলো পাইলট জরিপ। অপরটি হচ্ছে বিশ্বের বড় বড় পাবলিশার্সদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন।

**শ্রমিক ঃ দক্ষ বনাম অদক্ষ**

আমাদের দেশে শ্রমিকের সহজ লভ্যতা, মজুরীর স্বল্পতা। সিডি-রম ভিত্তিক কাজগুলোতে বিদেশীদের আকৃষ্ট করতে পারে নিঃসন্দেহে। এক্ষেত্রে এস. ডি. শহীদ দক্ষতার পর্যায় উল্লেখ করে বলেন— যাদের নিয়ে কাজ করা হবে তারা যদি শুদ্ধভাবে লিখতে পড়তে না জানে তাহলে কমপিউটারে কি এন্ট্রি করবে। একটা সাধারণ ইংরেজী টাইপ করতে দিলে মারাত্মক সব ভুলের সমারোহ চোখে পড়ে। গার্মেন্টস শিল্পে দক্ষতার পর্যায় বা স্তরকে উদাহরণ হিসেবে বিবেচনায় রেখে কমপিউটার প্রযুক্তির দক্ষতা কোন মতেই তুলনীয় হতে পারে না বলে তিনি মনে করেন।

**আসলেই কি তাই ?**

কথাটা বিশ্বাস করেন না খালেদ সালাহউদ্দিন আহমেদ। তাঁর মতে গার্মেন্টস শিল্পে দক্ষতার পর্যায়কে নীচু হিসেবে ভাববার অবকাশ নেই। গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের সামাজিক অবস্থান অনুপাতে যে দক্ষতার স্বাক্ষর তারা রাখছে তা অভাবনীয়। তাঁর চোখে বাঙালী ছেলে-মেয়েদের মেধা-দক্ষতা বিশ্বের যে কোন দেশের মেধা-দক্ষতার সংগে তুলনীয়। মিনি-পিলো নামে জাপানী একটা ইলেকট্রনিক্স কোম্পানির উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, ওখানে এদেশের তিনশ কর্মী রয়েছে যাদের দক্ষতা জাপানীদের চেয়ে অনেক বেশী। বাংলাদেশের ছেলে-মেয়েরা সুযোগ পাচ্ছে না বলে প্রমাণ করতে পারছে না তারা কি প্রচণ্ড মেধা বা দক্ষতার অধিকারী। শাহজামান মজুমদার ও এস. ডি শহীদের বিশ্লেষণে বিষয়টি ফুটে উঠেছে এভাবে—অভিজ্ঞতা নেই বলে কাজ পাচ্ছে না আবার কাজ পাচ্ছে না বলে অভিজ্ঞ হতে পারছে না। সামগ্রিক বিষয়টাই একটা গোলক ধাঁধার মতো আবর্তিত হচ্ছে যার নির্মম শিকার হচ্ছে আমাদের ছেলে-মেয়েরা।

**উত্তরণের উপায় : প্রয়োজন সমন্বিত প্রয়াস**

বাংলাদেশে আধুনিক নাগরিক চেতনার ধ্যান-ধারণা বা বিকাশকে আধুনিক বলা ভুল হবে। আমাদের আচরণে সামন্ত চেতনার ছাপ সুস্পষ্ট। আত্মকেন্দ্রিকতায় নিমজ্জিত আমাদের সরকার বা রাজনৈতিক দল বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো। ফলে সামগ্রিক অবস্থার পরিবর্তনকে প্রধান লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করে সমন্বিত কোন দিক নির্দেশনা বেরিয়ে আসছে না। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এই শতাব্দীতেও সনাতন ধ্যান-ধারণায় পরিপুষ্ট। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো জনসাধারণের কুসংস্কারাচ্ছন্নতাকে জিইয়ে রেখে তাদের আবেগকে পুঁজি করে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখে। আধুনিক প্রযুক্তিগত শিক্ষায় দীক্ষিত সচেতন মানসিকতা সম্পন্ন বা বিশেষজ্ঞ শ্রেণী বিদেশে পাড়ি জমাতে ব্যস্ত ব্যবসায়ী বা শিল্পপতিরা দক্ষ জনসমষ্টি তৈরীর ক্ষেত্র প্রস্তুতের সৎ প্রচেষ্টা বা চ্যালেঞ্জ নিয়ে এগিয়ে আসছেন না। একটা বন্ধ্যা সময়ের ঘূর্ণাবর্তে ক্রমশঃ ম্রিয়মান হয়ে পড়ছে আমাদের প্রজন্ম। আমাদের মেধা ও দক্ষতা।

**কণক প্রদীপ জ্বালো**

সিডি-রম এর বিশ্ববাজার বিশাল আকার ধারণ করবে অচিরেই। আমাদের রয়েছে প্রচুর অব্যবহৃত জনশক্তি। এখন শুধু প্রদীপ জ্বালানোর অপেক্ষা। বণকের ভূমিকা নিয়ে কে আসবে প্রদীপ জ্বালিয়ে আলো ঝলমল ভবিষ্যৎ বির্নিমানে। সরকার? শিল্পপতি বা ব্যবসায়ী শ্রেণী? বিশ্ববিদ্যালয় ? সচেতন বা বিশেষজ্ঞ শ্রেণী?

আমরা মনে করি সবারই এগিয়ে আসা উচিত একটি সমন্বিত পরিকল্পনা নিয়ে যেখানে প্রত্যেকেই তাদের যথাযথ দায়িত্ব ও ভূমিকা সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন থাকবে। তা না হলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমরা চিহ্নিত হবো অদূরদর্শী, অযোগ্য ও ব্যর্থ শাসক অভিভাবক বা সংগঠক হিসেবে।

*(প্রবন্ধটি রচনায় সহযোগিতা করেছেন ডঃ আর আই শরীফ।)*